দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

17

ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা প্রদানে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ

বাউফল সংবাদদাতা ॥ বাউফল থানার বিলবিলাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। জানা যায়, ঐ স্কুলে যে সমস্ত ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়, উহাদের অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী কোন না কোন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী। ঐ ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট প্রাইমারী বিদ্যালয় হইতেও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম পাইতেছে। এইভাবে বিধি বহির্ভূতভাবে ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করিয়া ছাত্রীর অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও থানা ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্রীকে উক্ত স্কুলে ভর্তি দেখাইয়া উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হইয়াছে সেই সমস্ত ছাত্রী ৯৭ নং বিলবিলাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী। ঐ স্কুলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর তালিকায় ২৩ জন ছাত্রীর নাম আছে এবং তাহারা নিয়মিত গম পাই-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রী উপবৃত্তির

(৩য় পৃঃ পর)

তেছে বলিয়া থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়। এই অনিয়ম সম্পর্কে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, তাহার স্কুলের ছাত্রীরা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকে। তাই তাহারা গম পায়। অন্য কোন বিদ্যালয়ে তাহাদের নাম দিয়া টাকা উত্তোলন করা হয় কিনা তাহা তাহার জানা নাই।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখাইতে গিয়া এই ধরনের অনিয়ম করিয়া থাকে। বিবাহিতা ছাত্রীর নামেও ছাত্রী উপ-বৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হইতেছে বলিয়া থানার কয়েকটি মহিলা মাদ্রাসা সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের অভিযোগ রহিয়াছে বিলবিলাস দাখিল মাদ্রাসা সম্পর্কে।

ঐ মাদ্রাসার যে সমস্ত ছাত্রীর মাসে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়, তাহাদের বেশীরভাগই বিবাহিতা। এমনকি কেহ কেহ ২/৩ সন্তানের জননী। তাহারা মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকে না। স্বামীর বাড়ী থাকে। বৃত্তির টাকা তোলার সময় আসিয়া টাকা নিয়া যায়। ঐ মাদ্রাসার সভাপতি থানা নির্বাহী অফিসার জানান, উক্ত টাকা দেওয়ার দায়িত্ব তাহার নয়। কাজেই এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এই সম্পর্কে বাউফল থানা ছাত্রী উপবৃত্তি, তদারকি কর্মকর্তার কাছে জানিতে চাওয়া হইলে তিনি জানান, এই ধরনের অনিয়ম বাংলাদেরশের সর্বত্রই চলিতেছে।

তবে বাউফল থানার ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মকর্তা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রী প্রতি ১০ টাকা করিয়া নজরানা নিয়া থাকেন এবং নিয়মিত স্কুল মাদ্রাসা তদারকি করেন না এই ধরনের একটি খবর গত ৪ঠা জানুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাউফলে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানে এখন চরম অনিয়ম চলিতেছে। সরকারের বিধি মোতাবেক কোন ছাত্রী পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর এবং শতকরা ৭৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত না থাকিলে কিংবা বিবাহ হইয়া থাকিলে কোনক্রমেই উপবৃত্তির টাকা পাইবে না।